১৬শ বর্ষ, ১৩৪৬ সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা জ্যৈষ্ঠ, ২য় সংখ্যা

স্বরলিপি

বনমালার ফুল জোগালি বৃথাই বনলতা
বনের ডালায় কুসুম শুকায় বনমালী কোথা।
শুক্‌নো পাতার শুনে নূপুর
চমকে ওঠে বনে ময়ূর
রাস নাই আজ নিরাশ ব্রজে গভীর নীরবতা।

যমুনা জল উজান বেয়ে কদম তলে আসি
ভাটিতে যায় ফিরে নাহি শুনে শ্যামের বাঁশী।
তমাল ডালে ঝুলনা আর
গোপিনীরা বাঁধেনি এবার
শ্রাবণ এসে কেঁদে শুধায় ঘনশ্যামের কথা॥ *

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

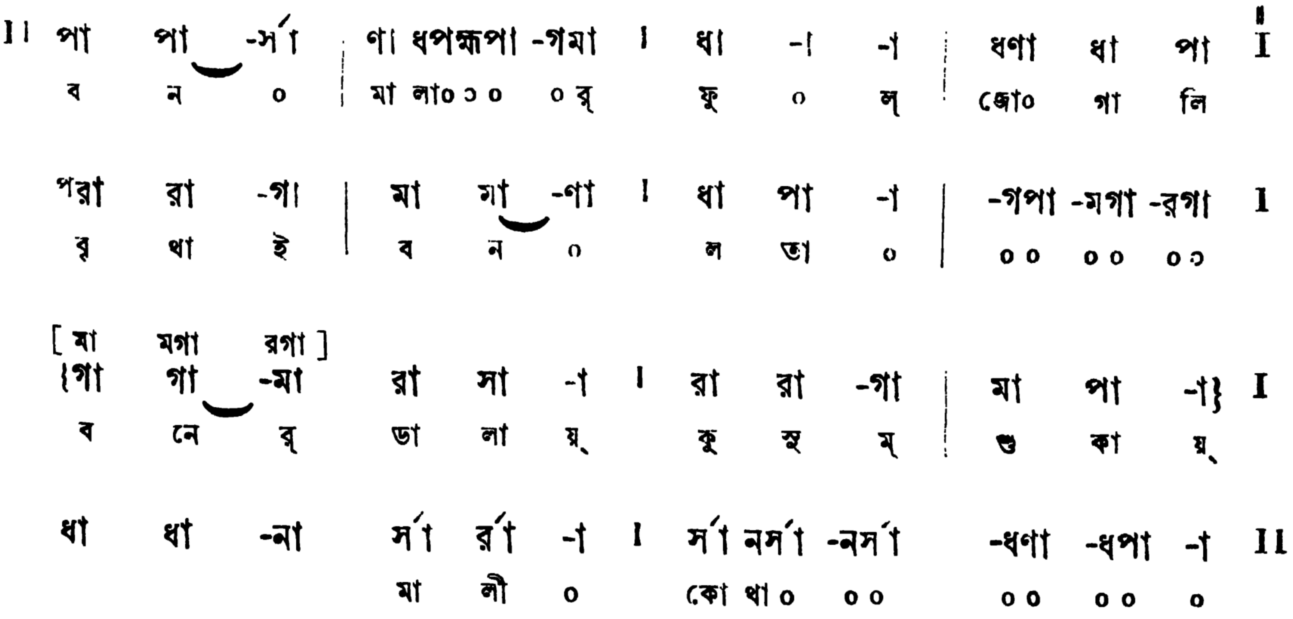
II পা পা -র্সা । ণা ধপঙ্কপা -গমা I ধা -া -া । ধণা ধা পা I
ব ন ০ । মা লা০১০ ০র্ ফু ০ ল্ । জো০ গা লি
পরা রা -গা । মা গা -ণা I ধা পা -া । -গপা -মগা -রগা I
বৃ থা ই । ব ন ০ ল তা ০ । ০০ ০০ ০১
[মা মগা রগা]
{গা গা -মা রা সা -া I রা রা -গা । মা পা -া} I
ব নে র্ ডা লা য়্ কু সু ম্ । শু কা য়্
ধা ধা -না র্সা র্রা -া I র্সা নর্সা -নর্সা -ধণা -ধপা -া II
মা লী ০ কো থা০ ০০ ০০ ০০ ০

এই গানখানি টুইন রেকর্ডে কুমারী গীতা বসু কর্ত্তৃক গীত হইয়াছে।

II পা -গা পা | ধা না -া I পা গা -পা | ধা না -া I
শু কৃ নো | পা তা র্ শু নে ০ | নূ পু র্

স´া -া স´গ´া | র´া স´া -া I মা মগা -পা | পা পা -া I
চ ম্ ০কে | ও ঠে ০ ব নে০ ০ | ম য়ূ র্

{পা -ধস´া স´া | -া স´র´া -না I না ধা পা | গা রা -া I
রা ০স্ না | ই আ০ জ্ নি রা শ | ব্র জে ০

গা পা -া | ধা না -স´া I না স´া -া | (-নধা পা ধা)} I -স´না -ধপা -া II
গ ভী র্ | নী র ০ ব তা ০ | ০০ ও রে ০০ ০০ ০

II গা গা -মা | রা সা -া I সা গা -মা | পনা ধনা -পধা I
য মু ০ | না জ ল্ উ জা ন্ | বে০ য়ে০ ০০

-পা -া -া | -া -া -া I ধা পা -া | মা গা -মা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ক দ ম্ | ত লে ০

রা গা -া | -া -া -া I {গা মা -গা | রা সা -রা I
আ মি ০ | ০ ০ ০ ভা টি ০ | তে যা য়্

ন্া সা -া | -া গা মা I ধা ধা -া | ধণা স´ণা -ধণা I
ফি রে ০ | ০ না হি শু নে ০ | শ্যা০ মে০ ০র্

ধা পা -া | -া া -া} I {হ্মা হ্মা -া | হ্মা হ্মা -া I
বাঁ শী ০ | ০ ০ ০ ত মা ল্ | ডা লে ০

পা পর্সা ণা | ণধা পা -া I পা না না | না -া -া I
ঝু ল০ ০ | না০ আ র্ গো পি নী | রা ০ ০

র্সা র্সা নধনা | পহ্মা। পা (র্সা)} । -া । না র্সা -া | নর্সা। নর্সা -র্রা I
বাঁ ধে নি০ ০ | এ ০ বা র্ ০ শ্রা ব ণ্ | এ ০ সে ০ ০

ণা ণধা -পধা | মগা রা -া I রা রা -গা | মা পা -া I
কেঁ দে০ ০ ০ | শু ০ ধা য়্ ঘ ন ০ | শ্যা মে র্

ধা নর্সা -নর্সা | -ধণা -ধা -পা II I।
ক থা০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পোস্ত বা পশ্‌তু তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দুস্থান তথা বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে 'পোস্তা' নামে একটী তালের খ্যাতি অনেকদিন হইতেই আছে। তাহার প্রমাণ আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাঁহাদের গ্রন্থে ঐ তালের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—যাহা তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'পোস্তার' জন্মস্থান ভারতবর্ষে কিম্বা তাহার বাহিরে তদ্বিষয়ে কোন গ্রন্থে পরিচয় পাই নাই। তদ্বিষয় অনুমিতি যাহা সম্ভবে তাহাই নিবেদন করিতেছি। অধিকাংশ গ্রন্থকার 'পোস্তা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ বা পশ্‌তো আখ্যা দিয়াছেন। কেহ বা 'পোস্তাকে' পারস্য শব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু পারস্য লোগাতে এরূপ শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায় না। বাংলায় পোস্তা শব্দ যে পদার্থের বাচক বলিয়া ব্যবহৃত হয় তাহা তাল নহে। এই তালের ব্যবহার কেবল গজলের সঙ্গেই দেখিয়াছি। গ্রন্থকারদের মধ্যে কেহ ইহাকে গজলের ঠেকা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ইহা ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ইহার সঙ্গত যেরূপ গজলের সহিত শুনিয়াছি তাহা আজকাল শুনিতে পাই না।

এই তালের অবয়ব পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কোনটীর উৎস কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাইনা। আমার সংগৃহীত মতগুলি নিম্নে আপনাদের বিচারার্থ নিবেদন করিতেছি।

১। স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তদীয় গ্রন্থে ইহাকে ৬ষ্ঠ মাত্রা বিশিষ্ট বলিয়াছেন। তাল সংখ্যার কোন